কোটচাঁদপুরে বিবাদমান জমি থেকে গাছ কাটা ও সীমানা প্রাচীর নির্মানের অভিযোগ

আইন অমান্য করে বিবাদমান জমি থেকে গাছ কাটা ও সীমানা প্রাচীর নির্মানের অভিযোগ উঠেছে হাসানুজ্জামানের বিরুদ্ধে। তিনি কোটচাঁদপুরের দয়ারামপুর গ্রামের বাসিন্দা। বিষয়টি নিয়ে জিডি করে আদালতে পাঠানো হবে,অনুমতি পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে বললেন,থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল- মামন।

ভুক্তভোগী জালাল উদ্দীন বলেন,বিবাদী হাসানুজ্জামান আমার অজান্তে বোন আলোমতির কাছ থেকে দুইশতক জমি কিনে রেজিষ্ট্রি করে নেন। এরপর ঘটনা আমি জানার পর আইন মোতাবেক হক সেবা করি। আদালত হক সেবার রায় আমার পক্ষে দেন। সে মোতাবেক আমি ওই জমিতে টয়লেট নির্মান করছিলাম। তারা কাজ বন্ধ করে দেন।

এরপর রায়ের বিরুদ্ধে আদালতে আফিল করেন। ওই আফিলের রায় এখনও পর্যন্ত কোন পক্ষই পাননি। এরমধ্যে হাসানুজ্জামান সহ ৪০/৪৫ জন এসে ওই বিবাদমান জমিতে থাকা গাছ কেটে দিয়েছেন। নির্মান করেছেন স্থাপনা।

বিষয়টি বিবাদি হাসানুজ্জামান বলেন, ভাই আমার নিজের জমি। আমি জালাল উদ্দীনের বোনের কাছ থেকে জমিটি কিনে ছিলাম। পরে তারা জমিটি হক সেবা করেন। সেই মামলা চলমান রয়েছে। এখনও কোন কিছু হয়নি।

তিনি বলেন, জিমিট এতদিন পড়েছিল। দখল করি নাই। তারা আমার জমির উপর বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকেন। এ জন্য সম্প্রতি জমিটি দখলে নেয়া হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, এ ছাড়া আমার কাছে ওই জমির দলিল, নামপত্তন সব কাগজ আছে। তারা মামলায় জমি পেলে,তখন আমি ওনাদের ছেড়ে দিব। মামলা চলমান অবস্থায় সীমানা প্রাচীর করতে পারেন কি এমন প্রশ্নে তিনি বলেন,কেন পারবো না অবশ্যই পারি। আমার জমির গাছ আমি কেটেছি।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল-

মামুন বলেন, আইন অমান্য করে গাছ কাটা ও প্রাচীর নির্মান করার ঘটনায় থানায় একটা জিডি হয়েছে। জিডিটি আদালতের অনুমতি প্রাপ্তির জন্য পাঠানো হবে। অনুমতি পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আদালতে মামলা চলমান পুলিশ পাহারায় মাছ ছাড়ছে ইজারাপ্রাপ্ত সমিতি

আদালতে মামলা চলমান থাকলেও বাওড় দখলে নিয়ে পুলিশ পাহারায় মাছ ছেড়েছেন ইজারাপ্রাপ্ত সমিতির সভাপতি / সম্পাদক। রবিবার সকালে কোটচাঁদপুরের জগদীশপুর বাওড়ে মাছ ছাড়েন তারা। এতে করে আরো একটি বাওড় হারালেন ওই বাওড় পাড়ের হালদার সম্প্রদায়ের মানুষেরা। জেলা থেকে ইজারা হয়েছে।

মামলায় নিষেধাজ্ঞা না থাকলে ইজারা নিয়ে সমস্যা নাই বললেন,উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,কোটচাঁদপুর উপজেলায় ৪ টি বাওড় রয়েছে। যার মধ্যে বলুহর বাওড়,জয়দিয়া বাওড়,কুশনা বাওড় ও জগদীশপুর বাওড়। গেল বছর বলুহর ও জয়দিয়া বাওড় পাড়ের সহস্রাধিক হালদার সম্প্রদায়ের মানুষের হাত ছাড়া হয় বাওড় দুইটি। কর্মহীন হয়ে পড়েন তারা। অনেক আন্দোলন করে বাওড় ফিরে না পেয়ে তারা এখন মানবেতার জীবন যাবন করছেন। এ বছর হাতছাড়া হল কোটচাঁদপুরের জগদীশপুর বাওড়টি। এতে করে এই বাওড় পাড়ের ৫০ টি পরিবার হারালেন বাপ দাদার রেখে যাওয়া পেশাটি।

গেল ২৫-০৩-২৪ তারিখে জগদীশপুর বাওড়ের সভাপতি গোপাল হালদার বাদী হয়ে জেলা প্রশাসকসহ ৬ জনকে বিবাদী করে বিজ্ঞ কোটচাঁদপুর সহকারী জজ আদালতে ঝিনাইদহে মামলা করেন। এরপরও রবিবার বাওড়টি দখলে নিয়ে পুলিশ পাহারায় বাওড়ে মাছ ছাড়েন,একতা মৎস্যজীবি যুব কল্যাণ সমিতির সভাপতি শ্রীমন্ত ও সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিত হালদার।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন,জেলা পরিষদের সদস্য রাজিবুল কবির,এলাঙ্গী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান,বিশিষ্ট ব্যবসায়ি খন্দকার দবির হোসেন,কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) গৌরাঙ্গ হরি, শামীম হোসেন ও সহ উপপরিদর্শক (এএসআই) আজম হোসেনও সলেমানপুর ওয়ার্কফো স্ট্রেটের মোতুয়ালী নজরুল ইসলাম।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুরের জগদীশপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিমিটেডের সভাপতি গোপাল হালদার বলেন,আশাননগর আর কুল্লাগাছা দুই মৌজায় এ বাওড়টি। বাপ দাদার আমল থেকে এ বাওড় পাড়ে আমরা বসবাস করে আসছি।বাওড়ের মৎস্য আহরন,আর বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন বাওড় পাড়ের ৫০ টি পরিবার।

এরমধ্যে ৪০ জনকে নিয়ে গঠিত জগদীশপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিমিটেড। যার মাধ্যমে আমরা ১৯৯৭ সাল থেকে বাওড়টি ইজারা নিয়ে মাছ চাষ করে আসছি। ৩০ শে চৈত্র(ইংরেজি ১৩-০৪-২০২৪) সাল পর্যন্ত আমাদের সমিতির ইজারার মেয়াদ ছিল।

শনিবার সকালে বাওড় পাড়ে লাল পতাকা উড়িয়ে বাওড়টি দখল নেন,কোটচাঁদপুরের এলাঙ্গী ইউনিয়ন (ভুমি) সহকারী কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম।

তিনি অভিযোগ করে বলেন,শ্রীমন্ত কুমার মন্ডল একতা মৎস্যজীবি যুব কল্যান সমিতির সভাপতি। অথচ বলছেন,একতা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি। আর তিনি যে নামে সমিতির ইরাজার নিয়েছেন,সেটা অবৈধ। ইজারা নিতে হলে অবশ্যই তাঁর সমবায় সমিতির লাইসেন্স থাকতে হবে।

গোপাল হালদার বলেন, আমি ইউএনও ম্যাডামের সঙ্গে মোবাইলে কথা বলেছি। তিনি বলেছেন,তারা কোন কাগজ উনাকে দেননি। অন্যদিকে বিষয়টি নিয়ে এলাঙ্গীর নায়েব শরিফুল ইসলামের সঙ্গে মোবাইলে একাধিক বার যোগাযোগ করে তাকে পাওয়া যায়নি।

তিনি আরো বলেন, আমরা বাওড় পাড়ের হালদার সম্প্রদায়ের মানুষ। আমাদের পেশা একটাই। এই বাওড় কেড়ে নিলে আমাদের মরন ছাড়া আর কোন পথ থাকবে না।

তিনি নিরুপায় হয়ে গেল ২৫-০৩-২৪ তারিখে বাদী হয়ে জেলা প্রশাসক সহ ৬ জনকে বিবাদী করে আদালতে মামলা করেছেন তিনি। এ ব্যাপারে সুষ্ঠ তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের নিকট দাবিও জানিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে একতা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির সভাপতি শ্রীমন্ত কুমার মন্ডল বলেন,সমিতি দুইটি। এরমধ্যে একটি হচ্ছে কোটচাঁদপুর মংস্যজীবি সমবায় সমিতি আর অন্যটি একতা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি। যার নামে জগদীশপুর বাওড়ের ইজারা নেয়া। আর অন্যটি দিয়ে বলুহর বাওড় নেয়া হয়েছে। তবে তিনি একতা মৎস্যজীবি যুব কল্যাণ সমিতির নামটি অস্বীকার করে বলেন, আমাদের লাইসেন্স দিয়েছেন সমবায় অফিস।

তিনি বলেন, আমার সমিতির আমি সভাপতি আর বিশ্বজিত হালদার সাধারণ সম্পাদক। ২১ জন নিয়ে এই সমিতি বলে জানিয়েছেন তিনি।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল-মামুন বলেন,শীতল হালদারের লোকজন বাওড়টি পেয়েছেন শুনেছি। তবে এর বৈধ্য কোন কাগজপত্র তারা আমাকে দেননি। ঘটনাস্থলে পুলিশ থাকার বিষয় জানতে চাইলে তিনি বলেন,আইন শৃঙ্গলা অবনতি হতে পারে, এ আশংকায় গোপাল হালদার ও রাজিবুল কবির পুলিশ চেয়েছিল। এ ছাড়া পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে যেখানে আইন শৃংখলা অবনতি হবার আশংকা করা হচ্ছে, সেখানে পুলিশ পাঠানো হচ্ছে।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে বলেন, জেলা থেকে ইজারা হয়েছে। মামলায় নিষেধাজ্ঞা না থাকলে ইজারা নিয়ে সমস্যা নাই। তবে তিনি ইজারার বৈধ কাগজপত্র হাতে পেয়েছেন কিনা তা জানান গণমাধ্যম কর্মীদেরকে।

হরিণাকুণ্ডুতে ৮১ বোতল ফেনসিডিলসহ মাদক কারবারিকে গ্রেফতার

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে মোটরসাইকেল এর ট্যাংকের ভিতরে করে ৮১ বোতল ফেনসিডিল পাচারের সময় শাহীন (৪৭) নামের এক মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

আজ সোমবার বিকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হরিণাকুণ্ডু থানার

অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জিয়াউর রহমান।

পুলিশ জানায়, হরিণাকুণ্ডু থানা পুলিশের একটি টিম গতকাল সোমবার দুপুরের দিকে উপজেলার নাওমারার মাঠ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করছিলো। সেসসময় একটি মোটরসাইকেল আরোহীকে থামতে বললে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সন্দেহবসত পুলিশ তাকে আটক করে তল্লাশিকালে মোটরসাইকেলের তেলের ট্যাংকের ভিতরে অভিনব কায়দায় রাখা ফেনসিডিল দেখতে পায়। পরে ওই মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতারকৃত মাদক কারবারি মানিকগঞ্জ জেলার বাসিন্দা।

হরিণাকুণ্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জিয়াউর রহমান বলেন, আমরা একের পর এক মাদক কারবারিকে মাদকসহ গ্রেফতার করেই যাচ্ছি। হরিণাকুণ্ডু থানায় মাদক নির্মূলে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানান। আসামীর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার তাকে কোর্ট হাজতে প্রেরণ করা হবে।

হরিণাকুণ্ডুতে ৩০ বছরের সামজিক বিরোধ নিষ্পত্তি করলেন ওসি

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)’র উদ্যোগে দীর্ঘদিনের সামাজিক বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। দীর্ঘ ৩০ থেকে ৩৫ বছর ধরে চলে আসছিলো এ সামাজিক বিরোধ ও আধিপত্তের দ্বন্দ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার ফলসী ইউনিয়নের কুলবাড়িয়া গ্রামে বর্তমান চেয়ারম্যান অ্যাড. বজলুর রহমান ও সাবেক চেয়ারম্যান ফজলুর রহমানের সমর্থকদের মধ্যে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে বিরোধ চলে আসছিলো। যার জের ধরে পায়ই এলাকায় দুই গ্রুপের সমর্থকদের মধ্যে হামলা ও মামলার ঘটনা ঘটে আসছে।

এক পক্ষ অপর পক্ষের উপরে বিভিন্ন সময়ে হামলা ও মামলার ঘটনায় এলাকায় প্রায়ই উত্তেজনা বিরাজ করতো। বিভিন্ন সময়ে স্থানীয়ভাবে দুই পক্ষের সাথে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সভা সমাবেশ করে

মানুষকে একে-অপরের উপর আক্রমনাত্মক মনোভাবকে বর্জন করে মিলে মিশে বসবাস করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে আসছিল। তারই ফলস্বরূপ আজ সোমবার (৮ এপ্রিল) সকালে হরিণাকুণ্ডু থানায় উভয় পক্ষকে ডেকে তাদের মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তি করেণ হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি জিয়াউর রহমান।

এসময় ফলসী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. বজলুর রহমান, সাবেক চেয়ারম্যান ফজলুর রহমানসহ উভয় পক্ষের নেতৃত্ব পর্যায়ের আনুমানিক ২৫-৩০ জন উপস্থিত ছিলেন। এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে উভয় পক্ষের ২০ জন ওসির সাথে লিখিত সম্মতিজ্ঞাপন করেন। এঘটনায় স্থানীয়রা ওসির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় বিরোধ নিষ্পত্তি হওয়ায় ওসিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সাবেক চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান বলেন, আনুমানিক ৩০ বছর ধরে কুলবাড়িয়া গ্রামে চলে আসা সামাজিক বিরোধ নিষ্পত্তি করে এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে ওসির ভুমিকা প্রশংসনীয়। আমরা আমাদের দেওয়া কথা রাখবো, সেইসাথে সামাজিক বিরোধ নিরশনে আমি এবং আমার সমর্থকেরা সর্বদা সচেষ্ট থাকবো।

এঘটনায় বর্তমান চেয়ারম্যান অ্যাড. বজলুর রহমান বলেন প্রথমত দীর্ঘদিনে দিনে বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহন করায় ওসি সাহেবকে ধন্যবাদ জানায় বাকিটা আমাদের কর্মী সহনশীলতার উপর নির্ভর করবে, আশাকরি এই মিমাংসা দীর্ঘমেয়াদী হবে। সমাজে সবাই ভালো থাকতে চায় তবে আধিপত্ত নিয়ে সমস্যা তৈরী হয়।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো.জিয়াউর রহমান বলেন, আমি এই থানায় যোগদানের পর থেকেই দেখছি কুলবাড়িয়া গ্রামে বর্তমান চেয়ারম্যান ও সাবেক চেয়ারম্যানের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ সামাজিক বিরোধ নিষ্পত্তি করতে কয়েকদফা আমি সেখানে শান্তি সমাবেশ করেছি। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছি। অবশেষে দুই পক্ষের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে এলাকার শান্তি ফিরিয়ে আনতে তাদের মধ্যে চলমান বিরোধ নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হয়েছি।‘শুধু সামাজিক বিরোধ নয়, যে কোনো বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় আমার সচেষ্ট রয়েছি। সাধারণ মানুষের পাশে থেকে তাদের সেবা দিতে চাই।’ তিনি আরও বলেন ‘এ দুই পক্ষের মধ্যে শান্তি ফিরে আসুক সর্বদা সেই কামনা করি। বাংলাদেশ পুলিশ সর্বদা শান্তি রক্ষায় কাজ করে যায়।

ঝিনাইদহে কালীগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় ব্যাংক কর্মকর্তা নিহত

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে মোটরসাইকেল থেকে পড়ে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে হাসানুজ্জামান (৪৫) নামে এক ব্যাংক কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে কালীগঞ্জ মেইন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত হাসানুজ্জামান ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নারিকেলবাড়িয়া এলাকার শমসের আলীর ছেলে। তিনি সাতক্ষীরায় আইএফআইসি ব্যাংকের ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ভোরে মোটরসাইকেলযোগে ঝিনাইদহ থেকে সাতক্ষীরায় যাচ্ছিলেন হাসানুজ্জামান। পথিমধ্যে কালীগঞ্জ মেইন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এ সময় তিনি সড়কের ওপরে পড়ে গেলে পিছন দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাকে চাপা দিয়ে পিষ্ট করে। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে ছিন্নবিচ্ছিন্ন মরদেহ উদ্ধার করে।

কালীগঞ্জ থানার এস আই মহিদুল ইসলাম জানান, ভোরে ট্রাকচাপায় এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছে। ঘাতক ট্রাক, চালক ও হেলপারকে আটক করেছে পুলিশ।

কোটচাঁদপুরে দুঃস্থ্য অসহায়

মানুষকে ঈদ উপহার দিলেন ক্ষুধা নিবারণ

দুই শতাধিক দুঃস্থ্য অসহায় মানুষকে ঈদ উপহার দিলেন,ক্ষুধা নিবারণ ” নামের একটি স্বেচ্ছা-সেবী সংগঠন। আজ রবিবার (৭ এপ্রিল) কোটচাঁদপুর কাজী সিদ্দিকা জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে এ ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

সংগঠনের মুখপাত্র মেহেদি হাসান করিম বলেন,গেল ২ বছর যাবৎ আমরা ফেসবুকে একটি পেজ খুলি ক্ষুধা নিবারণ নামে। যার প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা ১২ জন। এই পেজের মাধ্যমে যে সহায়তা আমরা পেয়ে থাকি,সেটা দিয়ে আর আমাদের সদস্যদের অর্থায়নে প্রতি শুক্রবার শতাধিক মানুষের ক্ষুধা নিবারন করে থাকি আমরা।

তিনি বলেন, এর ধারাবাহিকতায় রবিবার আমরা দুই শতাধিক মানুষের মাঝে ঈদ উপহার বিতরন করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে চাল, ডাল, মাংস, চিনি লাচ্ছা সেমাই, ভাজা সেমাই, আলু, দুধ, সাবান সহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি।

সামনে দিনে আমরা আপনাদের আরো বেশি বেশি সহায়তা কামনা করছি। আপনারা সহায়তা করলে সামনে দিনে সংগঠনটি আরো বড় হবে। আরো বেশি মানুষের ক্ষুধা নিবারন করা হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

সংগঠনটি অন্যান্য সদস্যের মধ্যে রয়েছে, রিজভী সালমান রহমান, শাহরিয়ার নাফিজ নয়ন, সৌরভ সাকিব, আসিফ আমিন ইমন, বাধন রাজবীর নিশু, পাপ্পু রহমান, সোহেল আরমান, শিশির আহম্মেদ সামির, আহাদ আলী, রাফিদ আহম্মেদ, অয়ন হোসেন, ফায়াজ রহমান, জিত রহমান।

ঝিনাইদহে কৃষকের ধরন্ত পেয়ারা

গাছ কেটে তসরুপ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গান্না ইউনিয়নের শংকরপুর গ্রামের এক হতদরিদ্র কৃষকের দেড়’শ ধরন্ত পেয়ারা গাছ কেটে দিয়েছে প্রতিপক্ষরা। গতকাল শনিবার বিকেলে ওই গ্রামের মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, দীর্ঘদিন ধরে ওই গ্রামের কৃষক শহিদুল ইসলামের সাথে তার ভাই মসলেম উদ্দিনের জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিলো। এরই জের ধরে বিকেলে মসলেম উদ্দিন তার সহযোগিদের নিয়ে কৃষক শহিদুলের ৯ শতক জমির দেড়’শ ধরন্ত পেয়ারাগাছ কেটে দেয়। এছাড়াও তার ১৪’শ জমিতে বপন করা দেড় মাস বসয়ী মাসকলাই’র জমি চষে দিয়ে দখল করে নিয়েছে মসলেম উদ্দিন। জমি থেকে সম্প্রতি পেয়ারা বিক্রি শুরু করেছেন তিনি।

ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক শহিদুল ইসলাম বলেন, আমার জমিতে আমি অনেক কষ্ট করে পেয়ারা লাগিয়েছিলাম। পেয়ারা গাছের বয়স ৩ বছর। কিছুদিন হলো আমি পেয়ারা বিক্রি শুরু করেছি। এই আমার একমাত্র আয়ের উৎস। শত্রুতা করে আমার গাছগুলো কেটে দিয়েছে। আমি এর শাস্তি দাবী করছি।

এ ব্যাপারে গান্না ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আতিকুল হাসান মাসুম বলেন, জমি নিয়ে বিরোধ থাকতেই পারে। তাই বলে ধরন্ত গাছগুলো কেটে ফেলা খুবই অন্যায় হয়েছে। এর সুষ্ঠু বিচার হওয়া উচিত।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শাহীন উদ্দিন বলেন, কাটা গাছ নিয়ে একজন থানায় অভিযোগ দিতে এসেছিলেন। আমরা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছি। এলাকায় পুলিশ পাঠানোর পর তদন্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে অংকুর নাট্য একাডেমীর

ঈদ সামগ্রী বিতরণ

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঝিনাইদহে অস্বচ্ছল পরিবারের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। রবিবার সকালে শহরের কুইন ফ্রেশ ক্যাফে রেস্টুরেন্টে এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে অংকুর নাট্য একাডেমী।

অংকুর নাট্য একাডেমীর আজীবন সদস্য হায়দার আলী’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ।

অংকুর নাট্য একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন জুলিয়াসের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন হাটগোপালপুর আরটি কলেজের প্রভাষক সাইফুল ইসলাম, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাংস্কৃতিক সম্পাদক রোকনুজ্জামান মিলন, জহুরুল ইসলাম জহির, অংকুরের আজীবন সদস্য জামাল হোসেন, মিলন হোসেন, আব্দুস সামাদ শফি, মীর আব্দুল মান্নানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে শহরের বিভিন্ন এলাকা অর্ধ-শত পরিবারের মাঝে চাল, ডাল, তেল, সেমাই, চিনি, সাবান শ্যাম্পুসহ ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ঈদ উপহার পেয়ে খুশি হতদরিদ্র মানুষগুলো।

ঝিনাইদহে দালাল চক্রের হাতে বিআরটিএ কর্মকর্তা লাঞ্ছিত

ঝিনাইদহ বিআরটিএ অফিসের দালালের হাতে তারিক হাসান নামের এক কর্মকর্তা লাঞ্ছিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝিনাইদহ বিআরটিএ অফিসে মোটরযান পরিদর্শক তারিক হাসান এ লাঞ্ছিতের ঘটনার শিকার হন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গত বৃহস্পতিবার দুপুরে নিজের কর্মস্থল বিআরটি’এ অফিসে নিজ কক্ষে অবস্থান করছিলেন মোটরযান পরিদর্শক তারিক হাসান। সে সময়ে ওলিয়ার রহমান নামের এক দালাল মোটরযান

পরিদর্শক তারিক হাসানের রুমের মধ্যে ঢুকে গালি-গালাজ শুরু করে। সেসময় তারিক হাসান তাদের অফিস থেকে বের হতে বললে ওলিয়ার তার উপর চড়াও হয়। এক পর্যায়ে তাকে ধাক্কা দেয়। বিষয়টি দেখে অফিসের অন্যরা এগিয়ে এলে দালালরা পালিয়ে যায়।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ বিআরটি’র মোটরযান পরিদর্শক তারিক হাসান বলেন, দালাল ওলিয়ারকে অফিসের বাইরে যেতে বলায় তারা আমার ওপর চড়াও হয় এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও মারতে তেড়ে আসে। এছাড়াও আমাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি ও দেয়। তিনি আরও বলেন, আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি এজন্য যে তারা যে কোন সময় আমার ওপর হামলা করতে পারে যে কারণে জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি জিডি করার প্রস্তুতি নিচ্ছি।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ বিআরটি’র সহকারী পরিচালক আতিয়ার রহমান বলেন, কিছু দালাল চক্র অফিসের মধ্যে প্রবেশ করে এ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়েছে। আমি ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসক মহোদয়কে বিষয়টি অবগত করেছি। এ ধরনের ঘটনা এড়াতে অনতিবিলম্বে দালালচক্রের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে ট্রলির চাপায় শিশু নিহত

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে ট্রলি চাপায় পারভেজ নামের ৯ বছর বয়সী এক শিশু নিহত হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়নের কেষ্টপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শিশু ওই গ্রামের বিপুল মন্ডলের ছেলে।

জানা যায়, সকাল ৮টার দিকে চাচা জাহিদ মন্ডল গ্রামের মাঠে জমিতে গবরের সার ফেলার জন্য ট্রলি ভর্তি করে।

সেসময় শিশু পারভেজ ট্রলিতে করে চাচার সাথে মাঠে যাওয়ার জন্য বায়না ধরে। ওই সময় ভাতিজাকে ট্রলির উপরে বসিয়ে মাঠে নিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে গবরের সারের মধ্যে থাকা শিশু পারভেজের হাতে

পিঁপড়ায় কামড় দেয়। ট্রলিতে বসে ধরে থাকাবস্থায় রড ছেড়ে দিয়ে শিশু তার হাত চুলকাতে থাকে।

এসময় উচু নিচু পথে ঝাকি লেগে ছিটকিয়ে ট্রলির চাকার নিচে মাথা পড়ে যায় শিশুটির। আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন। এ তথ্য নিশ্চিত করেন হরিণাকুণ্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জিয়াউর রহমান।